চতুর্থ অধ্যায়
বাক্যার্থ
(Sentence Meaning)

১। ভূমিকা (Introduction):

আমরা যখন কথা বলি, তখন আমরা সাধারণতঃ পূর্ণাঙ্গ বাক্যই ব্যবহার করি, কোন বিচ্ছিন্ন শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার করি না। অবশ্য কথা বলার সময় যেসব ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বাক্য ব্যবহার না করে শুধু শব্দ ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রেও শব্দটি আসলে একটি বাক্য; তফাৎ এই যে, বাক্যটি সেক্ষেত্রে বিশদভাবে বলা হয় না। যেমন, যখন কেউ বলে যে, 'আগুন! আগুন!', তার অর্থ হ'ল 'আগুন লেগেছে।' আমরা ইতিপূর্বে শব্দার্থ নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু কথোপকথনের সময় যেহেতু আমরা বিচ্ছিন্ন শব্দ ব্যবহার করিনা, তাই কথোপকথনের সঠিক বাস্তব পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে হ'লে শব্দার্থের আলোচনা যথেষ্ট নয়, বাক্যার্থের পৃথক আলোচনা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো বাক্যার্থের সর্ত কি কি? অর্থাৎ কি কি সর্ত পূর্ণ হলে কোন শব্দ পরম্পরার বাক্যার্থ থাকে?

২। শব্দার্থ ও বাক্যার্থ (Word Meaning and Sentence Meaning):

যদিও বাক্য হ'ল কতকগুলি শব্দের সমষ্টি, তাহলেও বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি অর্থযুক্ত হ'লেই যে বাক্যটি অর্থযুক্ত হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন, যখন বলা হয় যে, 'আমি টেবিল খেয়ে ভিজি', তখন প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ থাকলেও বাক্যটি অর্থহীন হয়ে যায়। যদিও বাক্য মাত্রই কোন না কোন শব্দ সমষ্টি, কিন্তু শব্দসমষ্টি মাত্রই বাক্য নয়। কোন শব্দসমষ্টিকে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর বাক্যের অর্থ নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই শব্দগুলি বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয়। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে আমরা বাক্যের মাধ্যমে কোন না কোন ঘোষণা বা বিবৃতি করে থাকি। ঘোষণা করতে হলে বাক্যের বিভিন্ন শব্দগুলির পারস্পরিক বিন্যাস যে রকম হওয়া প্রয়োজন তা যদি না হয়, তাহলে শব্দগুলি অর্থযুক্ত হলেও বাক্যটির দ্বারা কোন ঘোষণা সম্ভব হয় না। অবশ্য মনে রাখা দরকার শব্দ মাত্রই অর্থযুক্ত, অর্থহীন শব্দ শব্দই নয়। কোন শব্দসমষ্টির বা শব্দ পরম্পরার অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ থাকলেও তার বাক্যার্থ নাও থাকতে পারে। পূর্বোক্ত উদাহরণে তা সুস্পষ্ট। অর্থাৎ শব্দার্থ বাক্যার্থের সুনিশ্চয়তা দান করে না। কার্যতঃ শব্দার্থ বাক্যার্থের আবশ্যিক সর্ত হলেও পর্যাপ্ত সর্ত নয়। কারণ বাক্য যে সব শব্দ নিয়ে গঠিত হয়, পৃথকভাবে তাদের কোন অর্থ না থাকলে বাক্যটি অর্থবহ হতে পারেনা কিন্তু পৃথকভাবে শব্দগুলির অর্থ থাকলেই যে কোন বাক্য অর্থ যুক্ত হবে—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ শব্দার্থ ছাড়াও বাক্যের অর্থের জন্য অতিরিক্ত কিছু বিষয়ের প্রয়োজন আছে। এই অতিরিক্ত বিষয়ের সংখ্যা তিনটি: (ক) আকাঙ্ক্ষাপূরণ (Fulfilment of Expectation), (খ) প্রযুক্ত শব্দরাজির পারস্পরিক সংগতি (Agreement of words), (গ) বাক্যে প্রযুক্ত শব্দের ক্রম (Order or Sequence of Words)। এদেরই পারিভাষিক নাম হল: আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তি।

শব্দার্থ ছাড়া বাক্যার্থের জন্য অতিরিক্ত উপাদানের প্রয়োজন

(২ : গ) আসত্তি (Proximity): পরস্পর অন্বিত শব্দগুলিকে ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যথাসম্ভব কাছাকাছি রাখার নাম আসত্তি। কোন ছেলে যদি বুদ্ধিমান হয় এবং তার লেখা একটি চিঠি যদি এসে পৌঁছয়, তাহলে ঐ চিঠি প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি বুদ্ধিমান ছেলের চিঠি। কিন্তু কেউ যদি বলে ছেলের বুদ্ধিমান চিঠি, তাহলে কিরকম হাস্যাস্পদ হয়? কিংবা, পরশু থেকে আমি পেটের যন্ত্রণা অনুভব করছি-একথা না বলে কেউ যদি বলে, পেটের যন্ত্রণা থেকে আমি পরশু অনুভব করছি; তাহলে আসত্তি রক্ষিত না হওয়ায় বাক্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। আসত্তি রক্ষার শব্দসমূহের ব্যবহারগত সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। বাক্যে সংজ্ঞা নির্ণয়ে তাই বলা হয়েছে—যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা আসত্তিযুক্ত পদসমষ্টিই বাক্য।[1]

সুতরাং পৃথকভাবে শব্দের অর্থযুক্ত হওয়া ছাড়াও বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি থাকলে তবেই বাক্য অর্থযুক্ত হ'তে পারে। শব্দার্থই বাক্যার্থের একমাত্র কারণ নয়।

তবে, শব্দার্থ এবং বাক্যার্থের মধ্যে উল্লিখিত প্রভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। শব্দ যেমন দ্ব্যর্থবাচক হতে পারে, বাক্যও অনুরূপ দ্ব্যর্থবাচক হ'তে পারে। দ্ব্যর্থবাচক শব্দের জন্য কোন বাক্য দ্ব্যর্থবাচক হ'তে পারে। যেমন, "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর"-এই বাক্যে "ঈশ্বর" শব্দটির দুটি অর্থ—ভগবান এবং কবি ঈশ্বর গুপ্ত; "গুপ্ত" কথাটিরও দুটি অর্থ-গুপ্ত বলতে লুক্কায়িত, অথবা পদবীকে বোঝাতে পারে। শব্দের দ্ব্যর্থবাচকতার জন্য সমগ্রবাক্যটিও দ্ব্যর্থবাচক হয়েছে; কারণ বাক্যটির প্রথম অর্থ হ'ল: কে বলে ভগবান লুক্কায়িত রয়েছেন, তিনি চরাচরেই পরিব্যাপ্ত আছেন; আর দ্বিতীয় অর্থ হল: কবি ঈশ্বর গুপ্তকে কে অখ্যাতনামা (বা গুপ্ত) বলে? তার খ্যাতি চরাচর ব্যাপ্ত। আবার অনেকসময় শব্দের ক্রমের জন্য বাক্য দ্ব্যর্থবাচক হতে পারে। যেমন, দ্বারোদ্ঘাটন করার পর তার রূপ বদলে গেল। এখানে যে ব্যক্তি দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন তার রূপ অথবা বাড়ীটির রূপ তা' পরিষ্কার নয়।

আবার, শব্দের মতো বাক্যও অস্পষ্ট হতে পারে এবং শব্দার্থের অস্পষ্টতা সমগ্র বাক্যকে অস্পষ্ট করে তুলতে পারে। যেমন, অপরাধীকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে—এই বাক্যটি সমুচিত ও যথোপযুক্ত এই দুটি শব্দ অস্পষ্ট হওয়ার জন্য সামগ্রিকভাবে অস্পষ্ট। কারণ কীজাতীয় শিক্ষা সমুচিত শিক্ষা তা স্পষ্ট নয়। এছাড়া, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কীজাতীয় ব্যবস্থা, তাও স্পষ্ট নয়।

এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল বাক্যার্থের শর্ত কি কি? অর্থাৎ কি কি শর্ত পূর্ণ হলে কোন শব্দ পরম্পরায় বাক্যার্থ থাকে।

২ : ১। বাক্য ও বচন (Sentence and Proposition):

বাক্যের শর্তাবলী আলোচনার আগে বাক্য ও বচনের মধ্যে প্রভেদ সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। বাক্য ও বচন এক নয়; বাক্যের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয়,

---

১। "বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ"-সাহিত্যদর্পণ।

(২ : ক) আকাঙ্ক্ষা (Expectation):[1] কোন শব্দ স্বয়ং যদি অর্থবোধের সম্পূর্ণতার জন্য অপর শব্দের অপেক্ষা রাখে, তাহলে অপর শব্দের সম্পর্কে ঐ শব্দের অপেক্ষাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। কোন বাক্য বা উক্তির পূর্ণ উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্যে শ্রোতার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যে নব নতুন শব্দ সংযোজিত হওয়ার আবশ্যকতা থাকে। কাজেই বাক্যার্থের সম্পূর্ণতার জন্য শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমার মতে ''জীবনটাতে''-এই কথা বলে কেউ যদি চুপ করে যায়, তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—জীবনটাতে কী? যদি বলা হয়, ''কালোটারই প্রাধান্য'', তাহলে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়, কারণ অর্থপ্রতীতি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সেই সংগে 'রঙ যদি তিন রঙিন' একথা বলে যদি কেউ চুপ করে থাকে তখন স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা থেকে যায়, তাহলে কী? যদি 'আলোর সংখ্যা সাতার'-একথা সংযোজন করা হয়, তাহলে কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়।[2] এ কারণেই বলা হয়েছে—আকাঙ্ক্ষা অর্থবোধের সম্পূর্ণতার অভাব এবং এই অভাব শ্রোতার জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়।[1] বাক্যস্থিত শব্দের অবস্থান ও আবশ্যকতা আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে, কেননা কোন্ স্থানে কোনশব্দ উচ্চারিত হলে বা সংযোজিত হলে বাক্যার্থ সম্পূর্ণতালাভ করবে, তা আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে।

(২ : খ) যোগ্যতা (Compatibility or Propriety): বাক্যান্তর্গত পদসমষ্টির পরস্পরের সহিত অর্থগত ভাবে যে সম্পর্ক তা বুঝবার পক্ষে যে বাধার অভাব তাকেই বলে যোগ্যতা। অর্থাৎ বাক্যান্তর্গত পদগুলির পরস্পরের সহিত অর্থগত বা ভাবগত সংগতি বা সামঞ্জস্য থাকা চাই। যেখানে এই অর্থগত বা ভাবগত সঙ্গতির পক্ষে বাধা থাকে, সেখানে বাক্যের অর্থ সম্ভব হয় না, একজাতীয় বাধার অভাব থাকলে তবেই বাক্য অর্থের বাহন হ'তে পারবে। শুধু ব্যাকরণ অনুসারে পদগুলিকে পরস্পরের সহিত সংগত করে বসালেই বাক্য হবেনা। যেমন, মা বরফের জ্বালে মুড়ি ভাজছেন, কিম্বা ইন্দ্রলুপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির মাথাভর্তি চুল দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বাক্য দুটি পদ সমাবেশে ব্যাকরণ সম্মত হলেও অর্থপ্রকাশের বাহন হিসেবে বাক্য নয়। কারণ, বরফ ও দহনশীলতা পরস্পর বিরোধী। বরফকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখার মধ্যে অসম্ভবতা রয়েছে। বরফের স্থানে 'কাঠ' বসালেই বাধা কেটে যায় এবং বাক্যের অর্থটি সম্পূর্ণ হয়। কাঠ ও জ্বালের মধ্যে পারস্পরিক যোগ্যতা আছে। আবার ইন্দ্রলুপ্ত-বিশিষ্টতা ও মাথাভর্তিচুল থাকা—পরস্পর বিরোধী। ইন্দ্রলুপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির মাথাভর্তি চুল থাকতে পারেনা। অবশ্য, অনেকসময় আলংকারিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসঙ্গত বাক্যের ব্যবহার হ'তে পারে—কিন্তু আলংকারিক ব্যবহারের জন্যই বাক্যটি অর্থহীন না হয়ে গভীর অর্থের দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, "যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করে নিস্তব্ধ, নিঝুম"—এই বাক্যে রৌদ্রময়ী রাত্রি পরস্পরবিরোধী হলেও গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের পরিবেশ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাক্যটি বিশেষ ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে।

---

1 আকাঙ্ক্ষাপ্রতীতিপর্যবসানবিরহঃ। স চ শ্রোতুর্জিজ্ঞাসারূপঃ।-সাহিত্যদর্পণ

2 আমার মতে জীবনটাতে কালোটারই প্রাধান্য,
রঙ যদি তিন রঙিন, আলোর সংখ্যা সাতার। - রবীন্দ্রনাথ